মানুষের সাথে,মানুষের পাশে

নিউজ 24 আওয়ার্স

www.newz24hours.com || রবিবার || ২৮ শে জৈষ্ঠ্য, ১৪২৯ || ১২ জুন, ২০২২

খাসনজর

শুরু হতে চলেছে খোদ কলকাতাতেই

বর্ষা মানেই জমা জল, আর জমা জল

মানেই ডেঙ্গির ভয়। কিন্তু এবার সেই ডেঙ্গিকে প্রতিরোধ করতেই আসতে চলেছে ডেঙ্গির ভ্যাকসিন(Dengue Vaccine)। আর সেই ভ্যাকসিনের ট্রায়াল শুরু হতে চলেছে খোদ কলকাতায়।

খালি প্রেক্ষাগৃহের কারণে শো বাতিল।

অক্ষয় কুমার এবং মানুশি চিল্লারের ছবি সম্রাট পৃথ্বীরাজ (Samrat Prithviraj) বক্স অফিসে মাত্র ৫৫ কোটি টাকা আয় করেছে, যা একটি বাণিজ্যিক বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, শূন্য দখলের কারণে শোগুলি বাতিল করা হয়েছে।জানা গেছে, ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা, কিন্তু এটি ১০০ কোটি টাকাও সংগ্রহ করতে পারেনি।

শুভেন্দুকে হাওড়ায় না যাওয়ার পরামর্শ পুলিশের!

কলকাতায় যাওয়ার পথে গ্রামীণ হাওড়ার

উলুবেড়িয়া এলাকায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) ।কিন্তু সুকান্ত মজুমদারের মতো এবার শুভেন্দু অধিকারীর যাত্রাপথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো পুলিশ।'হাওড়ার গ্রামীণ এলাকায় যাবেন না।' এই মর্মে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) চিঠি পাঠাল কাঁথি থানা।পাশাপাশি রবিবার সকাল থেকেই তাঁর বাড়ির সামনে মোতায়েন রয়েছে পুলিশও।১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। ফলে শুভেন্দু আদৌ সেখানে যেতে পারবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এদিকে আবার গতকালই বহিষ্কৃত বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার (Nupur Sharma) বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল কাঁথি থানায়। তৃণমূলের রাজ্য সংখ্যালঘু সাধারণ সম্পাদক তথা আইনজীবী আবু সোহেল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩(এ) , ৫০৪, ৫০২ এবং ৫০৯ ধারায় মামলা রুজু করেছেন।আবু সোহেল বলেছেন,-"এই বিষয়ে আমি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হব।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দেব।'

উল্লেখ্য, গতকালই হাওড়া যাওয়ার আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে সুকান্ত মজুমদারকে।এরইমধ্যে শনিবার রাতে কাঁথি থানায় নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।আবার এই কাঁথি থানা থেকেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) দেওয়া হল চিঠি।আবার আজকে পয়গম্বরকে নিয়ে নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে মিছিল হওয়ার কথা কাঁথিতে।যদিও সেই মিছিল ঘিরে যাতে হিংসা না ছড়ায়, সেদিকে নজর রাখছে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন।তবুও সব মিলিয়ে কোন দিকে পরিস্থিতি থাকে এখন সেইটাই দেখার।

অশান্তি সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানালেন ত্বহা সিদ্দিকী

হাওড়ায় হিংসা বন্ধের আবেদন জানিয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে তাঁর দাবি, 'অশান্তি সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতার করুন।' বিক্ষোভকারীদের শান্ত হওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন ত্বহা।নিশানা করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।হাওড়ায় অবস্থা

নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার। হিংসা বন্ধ করতেই হবে।

পয়গম্বর নিয়ে বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যের পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে।ক্রমেই তীব্র হচ্ছে প্রতিবাদ।অশান্তির আঁচ এসে পড়েছে এই বাংলাতেও। ব্যাপক সহিংসতা হচ্ছে হাওড়ায়। এমতাবস্থায় হাওড়ায় হিংসা বন্ধের আহ্বান জানালেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী

তিনি প্রশাসনের কাছে দাবি করে বলেন, 'নূপুর শর্মাদের দেওয়া উস্কানিমূলক বিবৃতির জন্যই আজ বহু মুসলমান পথে নেমেছেন। রাস্তাঘাট অবরোধ করছেন। যদি এটা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মানুষকে কষ্ট দিয়ে অবরোধ করতে ইসলাম শেখায়নি। এটা শরিয়তের শিক্ষার অপমান। আপনারা জানবেনও না কখন বিক্ষোভের মধ্যে আরএসএস ঢুকে ঢিল ছুঁড়বে। আর তাতে বদনামের ভাগীদার হবেন মুসলমানরাই।'তিনি আরও বলেন, 'আমি পীরের ছেলে হয়ে আপনাদের কাছে করজোড়ে আবেদন করছি, পায়ে ধরে আবেদন করছি এমন কাজ করবেন না যাতে সমগ্র মুসলমান সমাজের বদনাম হয়। বলতাম আমরা হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে বাস করি। নূপুর শর্মার মত লোকেরা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ভাঙার চেষ্টা করছে আর সেই ফাঁদে আমরা পা দিচ্ছি।'

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাঝেই দিল্লি সফরে মুখ্যমন্ত্রী

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ বিরোধী প্রার্থী দেওয়ার জল্পনার মধ্যেই দিল্লি যাচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্‌যায় (Mamata Banerjee)।জানা যায় ১৫ই জুন দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বিরোধী জোটের

বৈঠক ডাকা হয়েছে।আর ওই বৈঠকে হাজির হবেন তিনি।ইতিমধ্যেই ২২ জন বিজেপি বিরোধী দলগুলির নেতা নেত্রীকে চিঠি দিয়ে একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

দলীয় সূত্রে খবর, সনিয়া গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পিনারাই বিজয়ন, নবীন পট্টনায়েক, চন্দ্রশেখর রাও, এমকে স্টালিন, উদ্ধব ঠাকরে, হেমন্ত সোরেন, ভগবন্ত সিংহ মান, লালুপ্রসাদ যাদব, ডি রাজা, সীতারাম ইয়েচুরিকে চিঠি দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি চিঠি পাঠিয়েছেন শরদ পাওয়ার, অখিলেশ যাদব, জয়ন্ত চৌধুরী, এইচডি কুমারস্বামী, দেবেগৌড়া, ফারুক আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতি এবং সুখবীর সিং বাদলকেও।

তবে কেন এই বৈঠক? রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে একটি শক্তিশালী বিরোধী জোট তৈরি করতেই এই বৈঠক করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। মূলত আগামী ১৮ জুন, দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ২১ জুলাই, জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।এরই মধ্যে ঐক্যবদ্ধ বিরোধী প্রার্থী দেওয়ার জল্পনাকে আরও বাড়িয়ে দিল মমতার দিল্লি সফর।

আগামী সপ্তাহেই ত্রিপুরায় যাচ্ছেন অভিষেক

একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে ত্রিপুরায় উপনির্বাচনের প্রচারে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)।সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথাই জানিয়েছেন ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল নেতা রাজীব

বন্দ্যোপাধ্যায়।

জানা গিয়েছে, ৬- আগরতলা এবং ৮- টাউন বড়দোওয়ালি কেন্দ্রে প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)। এই সফর সম্ভবত একদিনের। এরপরে ফের ত্রিপুরায় নির্বাচনী প্রচারে আসবেন অভিষেক।

সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রচারকের সূচি রবিবার প্রকাশ করা হবে। আপাতত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরসূচি চূড়ান্ত হয়েছে। সেই সূচি অনুযায়ী প্রশাসনের কাছে তাঁর সভার অনুমতি চাওয়া হয়েছে বলে খবর।

এদিন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, উপনির্বাচনে সমস্ত বুথে ওয়েবকাস্টিং করা হবে বলে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন তিনি। সেইসঙ্গে নির্বাচনকে ঘিরে সন্ত্রাসের আশঙ্কা করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আরজিও জানিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁর দাবি, ভোটাররা চাইছেন, নির্ভয়ে তাঁরা যেন ভোট দিতে পারেন। আগামী ২৩ জুন ত্রিপুরায় উপনির্বাচন। ২৬ তারিখ ফলপ্রকাশ। মাসখানেক আগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন বিপ্লব দেব। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেন মানিক সাহা। সেই জায়গায় উপনির্বাচন হবে।জানা যায় ত্রিপুরার সফরের পরে অভিষেক যেতে পারেন মেঘালয়।

আগ্নেয়াস্ত্র আইন কঠোর করার দাবিতে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিক্ষোভ।

আগ্নেয়াস্ত্র আইন কঠোর করার দাবিতে যুক্তরাষ্ট্র হাজার হাজার মানুষ মিছিল-সমাবেশের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। খবর বিবিসির।

শনিবারের (১১ জুন) ওই মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ‘গুলি থেকে মুক্তি চাই’স্লোগান সম্বলিত প্লেকার্ড বহন করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও বিক্ষোভকারীদের সমর্থন করেছেন। এবং তিনি কংগ্রেসকে আগ্নেয়াস্ত্র সুরক্ষা আইন পাস করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবিসি বলছে, তা সত্ত্বেও রিপাবলিকানদের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্র আইনে পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা কম।

গত ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ইউভালদে শহরের রব এলিমেন্টারি স্কুলে এক বন্দুকধারীর গুলিতে ১৯ শিশু এবং দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নিহত হয়।এর দিন কয়েক আগে নিউইয়র্কের বাফেলো এলাকায় আরেক বন্দুক হামলার ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়। এ দুটি ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে সাধারণ জনগণসহ বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান।শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের আগ্নেয়াস্ত্র নিরাপত্তা বিষয়ক সংগঠন ‘মার্চ ফর আওয়ার লাইভস’ (এমএফওএল) দেশজুড়ে প্রায় ৪৫০টি সমাবেশের পরিকল্পনা করেছিল। পার্কল্যান্ড স্কুলের ২০১৮ সালের গণগুলি থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা।সংগঠন টি বলেছে, সাধারণ মানুষ যেখানে নিয়মিত বন্দুক হামলায় প্রাণ হারাচ্ছে, তখন রাজনীতিকদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে দেওয়া হবে না।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে ব্ল্যাকহোলের ছবির সন্ধান মিলেছে।

আমরা সৌরজগতবাসী যে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের সদস্য, তার নাম ‘মিল্কি ওয়ে’। এই ‘মিল্কি ওয়ে’ গ্যালাক্সিতে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরের উপস্থিতির কথা জানাই ছিল বিজ্ঞানীদের। এ নিয়ে গবেষণা করে ২০২০ সালে নোবেল পুরস্কারও জিতেছেন তিন পদার্থবিজ্ঞানী।কিন্তু, ‘মিল্কি ওয়ে’র কেন্দ্রে থাকা কৃষ্ণগহ্বরের কোনো ছবি এত দিন পাওয়া যায়নি। গতকাল বৃহস্পতিবার সে ‘দৈত্যের’ ছবি প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে, এ দৈত্য আমাদের জন্য বিপজ্জনক নয় বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

‘ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ’ প্রজেক্টে আকাশগঙ্গার এ কৃষ্ণগহ্বরের ছবি ধরা পড়েছে। এ কৃষ্ণগহ্বরের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে ‘স্যাজিট্যারিয়াস-এ*’।মহাকাশ বিজ্ঞানে কৃষ্ণগহ্বরের এ আবিষ্কারকে যুগান্তকারী বলে মনে করছেন অনেকে। এ গবেষণাটি ‘অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটারস’ নামে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

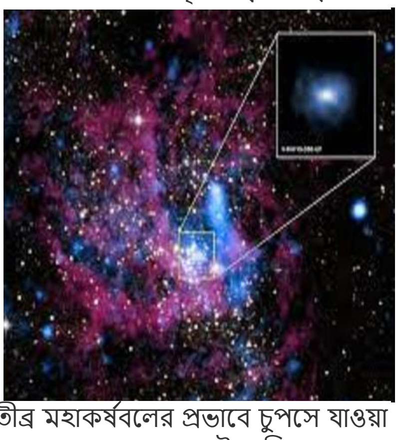

কৃষ্ণগহ্বর কী?

আভিধানিক ব্যাখ্যায় কৃষ্ণগহ্বর হলো—তীব্র মহাকর্ষবলের প্রভাবে চুপসে যাওয়া জ্যোতিষ্কবিশেষ, যার কাছাকাছি কোনো জড়বস্তু আলোককণা ইত্যাদি আসামাত্র ওই নক্ষত্র তা গ্রাস করে নেয়; অর্থাৎ ওই জ্যোতিষ্ক থেকে কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না।

কৃষ্ণগহ্বর একটি মহাজাগতিক বস্তু, যার ভর অনেক বেশি। এ অধিক ভরের কারণে কৃষ্ণগহ্বরের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রচণ্ড এবং এর ফলে আলোও এর আকর্ষণ এড়িয়ে যেতে পারে না। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন—আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রে থাকা ‘স্যাজিট্যারিয়াস-এ*’ নামের কৃষ্ণগহ্বরের ভর সূর্যের প্রায় ৪০ লাখ গুণ বেশি। সৌভাগ্যবশত, দৈত্যাকার এ কৃষ্ণগহ্বরটির অবস্থান সৌরজগত থেকে প্রায় ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে (আলো প্রতি সেকেন্ডে তিন লাখ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এভাবে এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তা-ই এক আলোকবর্ষ)। যে কারণে এ থেকে আমাদের বিপদের শঙ্কা নেই বলে বিবিসি জানিয়েছে।

কয়েক বছর আগে অন্য একটি ছায়াপথের কৃষ্ণগহ্বরের ছবি পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা।

বিস্তারিত তথ্য ও খবরের জন্য চোখ রাখুন আমাদের FacebookPage https://www.facebook.com/Newz24hourss/ ও YouTube https://www.youtube.com/channel/UCj0Y-c47cNW279wa6bPzT3w চ্যানেলে।